দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-২৪

খন্দকার জাহিদ হাসান

‘ওরা কি বাংলা?’

[একদিন আমার এক বন্ধুর মেয়ের সাথে কথা হচ্ছিলো ওদের বাসার পেছনদিকের খোলা জায়গাটাতে। ছ’ বছর বয়স। সিডনীতে ওর জন্ম হোয়েছে এবং সিডনীতেই ও বড়ো হচ্ছে। অন্যান্য বাচ্চাদের সংগে ও খেলছিলো। আবার সেই সাথে ওদের ওপর খবরদারীও করছিলো। আমি অনেকটা গায়ে প’ড়েই মেয়েটার সংগে আলাপ শুরু করলাম। কারণ ওর মজার মজার কথা শুনতে আমার বরাবর-ই খুব ভালো লাগতো।]

আমিঃ এই, তোমার নামটা কি যেন? শান্তা না?
শান্তাঃ হ্যাঁ, স্যান্টা।
[শান্তা যখন খেলা থামিয়ে আমার সংগে কথা বলছিলো, অন্যান্য বাচ্চারা তখনও খেলছিলো।
আমিঃ তো শান্তা, তুমি কি আমাকে চিন্‌তে পারছো?
শান্তাঃ হ্যাঁ, আমি তোমার মুখটা চিন্‌ছি, বাট্ নামটা চিন্‌ছি না!
আমিঃ বলোতো আমি কে?
শান্তাঃ তুমি সংগীট্’স্ ড্যাড্।
আমিঃ হ্যাঁ, সে তো বুঝলাম। এছাড়াও আমি তোমার বাবার ফ্রেন্ড্, বুঝেছো?
শান্তাঃ (মাথা হেলিয়ে) বুঝেছি।
আমিঃ একদিন তোমরা আমাদের বাসাতে বেড়াতেও গিয়েছিলে, মনে আছে?
শান্তাঃ হ্যাঁ, বাসাটা মনে আছে, বাট্ রাস্তাটা মনে নাই।
আমিঃ তাতে কোনো অসুবিধা নেই শান্তা।..... তো তোমরা এখানে কি করছো?
শান্তাঃ আমরা? আমরা এখানে প্লে করছি।
আমিঃ আমিও কি তোমাদের সংগে একটু প্লে করতে পারি?
শান্তাঃ (একটু হেসে) তুমি কি আর লিট্‌ল্ থাকছো যে, আমাদের সংগে প্লে করবে? তুমি তো একটা ম্যান্।
আমিঃ (বাচ্চাদের কণ্ঠ অনুকরণ ক’রে) আমি এখনো লিট্‌ল্ রয়ে গেছি। এই যে দ্যাখো।

[ব’লেই আমি হাঁটুভাঁজ ক’রে ছোটো হওয়ার ভান করলাম।]

শান্তাঃ (উচ্চ স্বরে হাসতে হাসতে) উঁহু, তুমি লিট্‌ল্ হতে পারছো না, চিপ্‌মাংকের মতোন ওন্‌লি ভয়েস্ কপি করছো!
আমিঃ আচ্ছা ঠিক আছে, আমি সারেন্ডার করছি। কিন্তু একটা কথা শান্তা। লিট্‌ল্ না হলে প্লে করা যায় না?
শান্তাঃ (সামান্য ভেবে নিয়ে) হ্যাঁ, যায়। বাট্ ডিফ্‌রেন্ট্ গেইম্‌স্।
আমিঃ তোমরা কি গেইম্ খেলছো?
শান্তাঃ আমরা হ্যান্ডবল খেলছি।

[বাচ্চারা খেলে চলেছিলো। আবার খেলার চেয়ে হৈ-হট্টগোল-ই তারা বেশী করছিলো। আমি লক্ষ্য করলাম যে, শান্তা মাঝে মাঝেই ওর ঠোঁটের ওপর আংগুল ধ’রে অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে “শ্-শ্-শ্” আওয়াজ করছে। অর্থাৎ “তোমরা এত বেশী গোলমাল কোরো না!”]

আমিঃ শান্তা, তুমি সবাইকে এভাবে চুপ করতে বল্‌ছো কেন?

শান্তাঃ বেশী স্ক্রীম্ করলে পোলিস্ম্যান আসে। (পাশের বাসার দিকে আংগুল নির্দেশ ক'রে) সেদিন ঐ বাসাটাতে একটা লেডী স্ক্রীম্ করছিলো, আর তখন পোলিস্ এসে ওখান থেকে একটা ম্যান্‌কে ধ'রে নিয়ে গেছে।

আমিঃ (চোখেমুখে একটা কৃত্রিম উদ্বেগের ভাব এনে) তাই নাকি? তা হলে তো খুব খারাপ কথা!!

শান্তাঃ (দু'পাশে মাথা ঝাঁকিয়ে) উঁহু, ভালো কথা! ম্যান্‌টা খুব নটি ছিলো। আমাদেরকে ফ্রাইটেন করতো।

[যা হোক, শান্তার "শ্-শ্-শ্"-মার্কা খবরদারীতে তেমন কাজ হচ্ছিলো না। বাচ্চারা সমানে চীৎকার ক'রে চলেছিলো। শেষ পর্যন্ত শান্তা আমার শরণাপন্ন হলো। এই প্রথম ও আমাকে 'আংক্‌ল্' ব'লে সম্বোধন করলো।]

শান্তাঃ আংক্‌ল্ , তুমি ওদেরকে কোয়ায়েট্ হইতে বলোতো। প্লী-ঈ-জ!

আমিঃ (বিচ্ছুদের উদ্দেশ্যে উঁচু গলায়) এই পিচ্চিরা, তোমরা সবাই চুপ করো। না হলে আমি পুলিশ ডাকবো।

[হুম্‌কিতে কোনো কাজ হলো না। এরপর আমি আমার মোবাইল ফোনটা কানে ধ'রে চেঁচাতে আরম্ভ করলাম।]

আমিঃ এই যে পুলিশ ভাইয়েরা, তোমরা এখনি এই বাসাতে একবার এসো তো! এখানে কিছু দুষ্টু বাচ্চা খুব হৈ-চৈ করছে। ওদেরকে তোমরা ধ'রে নিয়ে যাও.....!!! আমার কথা কি শুনছো পুলিশ ভাইয়েরা.....??

[এবারে কিছুটা কাজ হলো। তবে শান্তাসহ বেশ ক'জন বাচ্চা আমাকে ধ'রে বসলো।]

বাচ্চারাঃ (সমবেত কণ্ঠে) তুমি লাই বলছো! তুমি লাই বলছো!!

আমিঃ না, আমি লাই বলছি না। দ্যাখো, কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এখানে চলে আসবে।

বাচ্চারাঃ না, তুমি আমাদের সাথে ফান্ করছো! পোলিস্ আসবে না।

আমিঃ কিসের ফান্ করছি? কেন পুলিশ আসবে না?

বাচ্চারাঃ এটা বাংলাদেশ না, এটা অস্ট্রেলিয়া। তুমি বাংলা বলছো। ওরা কি বাংলা??

[আমি হতবুদ্ধি হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।]

'ভূত-পেত্নীর দাম্পত্য কলহ'

[মানুষের মত ভূত-পেত্নীদের সমাজেও অহরহ মারামারি আর ঝগড়া-ফ্যাসাদ লেগেই থাকে। এক সন্ধ্যায় এক শ্যাওড়া গাছে কোনো এক ভূত দম্পতির মাঝে কলহ বেধে গেল।]

গিন্নী পেত্নীঃ (স্বামীর উদ্দেশ্যে) ও ছ্যালানির বাপ। আজকাল কি হোয়েছে তোমার, বলো দেখি? আস্তে আস্তে তুমি কি মানুষ হোয়ে যাচ্ছো নাকি, অ্যাঁ?

কর্তা ভূতঃ কেন, কি হোয়েছে?

গিন্নী পেত্নীঃ সারাদিন খালি মানুষের মত নাক ডেকে ঘুম পাড়ো। আগে তো কখনো তোমার নাক এমন ডাকতো না!?

কর্তা ভূতঃ (রাগতঃস্বরে) দ্যাখো ছ্যালানির মা, বেশী প্যাট্‌প্যাট্ কোরো না। আর ওদিকে তুমি যে দিনদিন মানুষের মত আরো ফর্সা হোয়ে যাচ্ছো, সেদিকে খেয়াল আছে? আগে তোমার গায়ের রং কি সুন্দর কুচ্‌কুচে কালো ছিলো.....

গিন্নী পেত্নীঃ (মুখ ভেংচিয়ে) এঃ, কালো ছিলো! আর নিজের যে খেয়ে খেয়ে মানুষের মত গা-গতরে চর্বি জম্‌ছে, সেটা নজরে পড়ে না? আমাকে মুখ ফুটে বলে দিতে হয় কেন?

কর্তা ভুতঃ খুব হোয়েছে! আর বাগ্‌ড়া দিতে হবে না! আজকাল যে খাবার-খাদ্য খাওয়াচ্ছো! আগে কি সুন্দর গোবরের ঘুঁটের পিঠা, কয়লার দো-পেঁয়াজা, কাঠপোকার চাট্‌নী, – এগুলো খেতাম। আর এখন? প্রত্যেক দিন খালি গাছের বাকলের পোলাও, গুব্‌রে পোকার আচার আর কচ্ছপের বিষ্টার আইস্‌ক্রীম খেতে হচ্ছে। এসব খেলে কি শরীর ঠিক থাকে? গায়ে তো চর্বি জম্‌বেই!

গিন্নী পেত্নীঃ ইঃ, সখ কতো! গোবরের ঘুঁটের পিঠা খেতে চায়!! এগুলো খেতে হ'লে যে পোড়োবাড়ীতে বসত করা দরকার, সে খেয়াল আছে? গেল অমাবস্যায় কতোবার পইপই ক'রে বললাম যে, ঠাকুরবাড়ীর ভিটাখান খালি হোয়েছে, চলো সবাই মিলে দখল নিই। তখন আমার কথা কানেই ঢুকলো না! তবে এখন আবার কয়লার দো-পেঁয়াজা খেতে ইচ্ছে করে কেন, অ্যাঁ-অ্যাঁ-??

কর্তা ভূতঃ এই, চুপ্ করো তো, খুব হোয়েছে! সারা রাত যতক্ষণ জেগে থাকবো, খালি তোমার প্যান্‌প্যানানি শুনতে হবে নাকি?.... হা ভগবান, কোন্ দুঃখে যে বিয়ে করেছিলাম!

[কর্তা ভূত খুব আফসোস করতে থাকলেন। আর ওদিকে গিন্নী পেত্নী কোলের বাচ্চাটাকে ঘুম থেকে জাগানোর চেষ্টা করতে থাকলেন।]

গিন্নী পেত্নীঃ এই ছ্যালানি-ই-ই...! রাত হোয়ে যাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠ্‌রে মা! মেলা কাজ-কাম পড়ে আছে।

[ছ্যালানি আড়মোড়া ভেংগে বিরাট এক হাই তুল্‌লো। গিন্নী পেত্নী বিরক্ত হলেন। আবার তিনি মুখ খুল্‌লেন।]

গিন্নী পেত্নীঃ মেয়েটাও হোয়েছে ওর বাপের মত লাট্‌সাহেব। সক্কাল বেলায় ঘুমানোর আগে মানুষের দেখাদেখি সখ ক'রে দাঁতন করলো। তাই সারাদিন ঘুমানোর পরেও ওর মুখে কোনো দূর্গন্ধই নেই। কি সর্বনাশের কথা!

কর্তা ভূতঃ ছ্যালানির মুখে দূর্গন্ধ নেই, তো আমাকে দোষ দাও কেন, অ্যাঁ? আমার সাথে ওর তূলনা করো কেন? এই দ্যাখো এবার, আমার মুখে দূর্গন্ধ আছে, কি নেই!

[কথা শেষ ক'রেই কর্তা ভূত মস্ত এক নিঃশ্বাস ছাড়লেন তাঁর স্ত্রীর কুৎসিত মুখমন্ডল লক্ষ্য ক'রে। কর্তার মুখের দূর্গন্ধের তীব্রতায় গিন্নী একেবারে আবেগাপ্লুত হোয়ে পড়লেন। কিন্তু মুখে তা বিন্দুমাত্র প্রকাশ করলেন না। আর কোনো ব্যাপারে না হোক, এই ব্যাপারটিতে মেয়ে মানুষদের সংগে মেয়ে ভূত, অর্থাৎ পেত্নীদের খুব মিল ছিলো।]

গিন্নী পেত্নীঃ (স্বামীর উদ্দেশ্যে) হ্যাঁ- হ্যাঁ-, খুব হোয়েছে! এবার একটু থামো দেখি!

ছ্যালানিঃ (ঘুম জড়ানো স্বরে তার মায়ের উদ্দেশ্যে) মুখে দূর্গন্ধ না থাকলে কি হয় মা?

গিন্নী পেত্নীঃ তুই বড়ো হচ্ছিস্ মা, একটু বুঝতে শেখ্। মুখে দূর্গন্ধ না থাকলে আমাদের সমাজে বিয়ে হওয়া খুব মুস্কিল হোয়ে পড়ে। এই যে দ্যাখ্ আমার মুখে কি সুন্দর দূর্গন্ধ!

[গিন্নী পেত্নীও বিরাট এক নিঃশ্বাস ছাড়লেন তাঁর স্বামী, কন্যা আর অন্যান্য ভূত প্রতিবেশীদের উদ্দেশ্যে। সেই দূর্গন্ধে স্ত্রীর প্রতি নতুন ক'রে ভূত কর্তার প্রেম একেবারে উথ্‌লে উঠলো।.... এবং তিনি তা প্রকাশও ক'রে ফেল্‌লেন। তবে ছ্যালানি একটু বিরক্ত হলো।]

কর্তা ভূতঃ ও ছ্যালানির মা, জংগলে এত পেত্নী থাকতে সাধে কি আর বেছে বেছে তোমাকে বিয়ে কোরেছি গো! এমন পাগল-করা মুখের দূর্গন্ধ আর

এমন বুক-আন্‌চান্‌-করা কুৎসিত চেহারা আর কোনো পেত্নীর আছে নাকি, বলো!?

ছ্যালানিঃ আহ্‌ থামো তো তোমরা! এমনধারা পুরাতনকালের মুখের দূর্গন্ধ আমার একদম ভালো লাগে না! আজকাল সেই যুগ আর নেই মা। এখন মুখের গন্ধ হতে হবে.....

[তারপর ছ্যালানি তার আধুনিক বান্ধবীদের কাছ থেকে পাওয়া পেত্নীদের আধুনিক সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তার মাকে ধারণা দিতে থাকলো। আর ওদিকে প্রতিবেশী কয়েকজন বিবাহিত ভূত ঈর্ষার চোখে কর্তা ভূতের দিকে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু ভূত সম্প্রদায়ের সবকিছুই খুব খোলামেলা আর প্রকাশ্য হওয়াতে পরকীয়ার কোনো অবকাশ নেই। তাই তাদের ঈর্ষা শুধুমাত্র ঈর্ষার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকলো, কিছুতেই গন্ডী পেরুলো না।]

(হাল্‌কা রসাত্মক কল্পিত কাহিনী)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ২৯/০২/২০০৮

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন